উপসংহার

'মনোজ বসুর উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ' বিষয়ে এই গবেষণা পত্রে আমরা ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর সাহিত্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনকে সমকালীন সময়ের পটে বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। গবেষণার প্রস্তাবনা পত্রে আমরা জানিয়েছিলাম, মনোজ বসুর সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক পর্যালোচিত এবং খ্যাতি অর্জন করলেও বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তিনি আজও প্রায় অনালোচিত। জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র্যকে উপন্যাসের আঙ্গিকের সঙ্গে মিলিয়ে লেখক নির্মাণ করেছেন নিজস্ব শিল্পভুবন। তাই সময়ের প্রেক্ষিতে মনোজ বসুর শিল্প সৃষ্টির নিবিড় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেছি আমরা। মনোজ বসুর উপন্যাসগুলির কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র বিশ্লেষণ করার প্রয়াস আমাদের কাছে অভিনব মনে হয়েছে।

যে কোনো শিল্পীর চিন্তা ও চেতনাকে নির্মাণ করে তাঁর সময়। মনোজ বসুর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। খুব সচেতনভাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন কলম চালনার পেশা। নিজের প্রতিভায়, পরিশ্রমে ও ক্ষমতায় তিনি বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রম পথের দিশারী। ঔপন্যাসিক মনোজ বসুর সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

> ''তিনি যে বাংলা উপন্যাসের পরিধি-বিস্তার, নূতন নূতন বিষয়ের প্রবর্তনের দ্বারা উহার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার কার্যে সিদ্ধহস্ততার পরিচয় দিতেছেন তাহা সর্বদা স্বীকার্য।''[১]

মনোজ বসুর উপন্যাসের সামগ্রিক মূল্যায়নের পর এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মনোজ বসুর উজ্জ্বল উপস্থিতি ১৯৩২ থেকে মৃত্যু (১৯৮৭) পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনায় রচনা করেছেন ৩৫টি উপন্যাস, ৮টি নাটক, ৪টি ভ্রমণ কাহিনী, ১৯টি গল্পগ্রন্থ ছাড়াও কিছু কবিতা ও প্রবন্ধ।

লেখক মনোজ বসুর উপন্যাস-সাহিত্য কোন একটি বিশেষ বিষয়ে আবদ্ধ থাকেনি। আত্মপ্রকাশের পর থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়কে তাঁর উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পাঠককে গল্প শোনাবার জন্য লেখনী ধারণ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্প শোনানো তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। জগৎ ও জীবনকে তিনি দেখেছেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে।

নানা জটিল আবর্তে লেখকের নজরে পড়েছে অনেক অসঙ্গতি। এই সমস্ত কিছুর রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর উপন্যাস-সাহিত্য। এইজন্য তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিচিত্র। দেশের সমসাময়িক রাজনীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, দেশের রাজনীতির দুরবস্থা তাঁকে করেছে ব্যথিত। দেশকে যে অবস্থায় দেখতে চেয়েছিলেন,সেই অবস্থায় তিনি দেখতে পাননি। তাঁর সেই বেদনার প্রকাশ ঘটেছে 'ভুলি নাই', 'আগষ্ট ১৯৪২', 'বাঁশের কেল্লা', 'মৃত্যুর চোখে আগুন' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে। লেখকের তীক্ষ্ণ বক্তব্যের এবং বাস্তব জীবনসত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে উপন্যাসগুলিতে।

স্বাধীনতার পর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মনুষ্যত্বের অধঃপতন লেখককে পীড়া দিয়েছিল। তাঁর সেই মানবিক দুঃখ কষ্টের প্রতিফলন ঘটেছে 'রক্তের বদলে রক্ত', 'মানুষ নামক জন্তু' প্রভৃতি উপন্যাসে। স্বাধীনতার পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব ঘটেনি। বরং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ছিল। এক শ্রেণীর মানুষ ধর্মের নামে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে। মেতে উঠেছে মানুষ সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে। লেখক মনে করেন এই দুই জাতির মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির জাগরণ হবে। দুই জাতির মধ্যে আবার মিলন ঘটবে। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিক্ষরা বিপ্লব, বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র, বিদেশী কূটনীতি ও চক্রান্ত, ভারত বিভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা, উভয় বাংলার গণ-আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাগুলিও লেখককে প্রভাবিত করেছিল বলেই তার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসগুলিতে।

লেখকের প্রধান খেদ দেশ বিভাগের জন্য। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক নেতাদের অদূরদর্শীতার জন্যই দেশ-ভাগ হয়েছিল। যার ফল ভোগ করতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে। বাঙালিকে দ্বিধা-বিভক্ত করার চক্রান্ত করেছিল ইংরেজ। তদানীন্তন নেতারা তা মেনে নিয়েছেন। এই ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে লেখক রচনা করেছেন 'পথ কে রুখবে ?', 'মৃত্যুর চোখে আগুন', 'মানুষ নামক জন্তু', 'রক্তের বদলে রক্ত' প্রভৃতি উপন্যাস।

মনোজ বসু গ্রাম বাংলার মানুষ। গ্রাম বাংলার প্রতি তাঁর একটা নাড়ীর টান রয়েছে। শহর জীবন নয়, গ্রাম-বাংলার জীবনচিত্রণের দিকে লেখকের অফুরন্ত উৎসাহ। শুধু বাংলার গ্রাম নয়, সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলও তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। 'সেই গ্রাম, সেইসব মানুষ', 'ছবি আর ছবি', 'জলজঙ্গল', 'বন কেটে বসত' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে গ্রাম ও বাদা অঞ্চলের জীবনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। এই অঞ্চলের বর্ণনায় জীবন ও জীবিকার সঙ্গে অচেনা মানুষ, অচেনা

দেশ, অচেনা ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার সমন্বয়ে লেখক এক নতুন বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তবে মনোজ বসু আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক নন। কোন বিশেষ অঞ্চলে তিনি বাঁধা থাকতে চাননি। বরং বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমারেখাকে তিনি অনেকটা বিস্তৃত করেছেন।

মনোজ বসুর একটি বিশেষ প্রবণতা অবিশ্বাস্য ঘটনার সংস্থানের প্রতি। অতিপ্রাকৃত রোমাঞ্চকর ঘটনা যে তাঁকে আকৃষ্ট করত তার প্রমাণ 'আমার ফাঁসি হল', কিংবা 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাস। এই দুই উপন্যাসে তিনি প্রায়শই বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করেছেন। 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাস সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> ''তথাকথিত চোরদের কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় চৌর্যবৃত্তি তাহাদের অভিনয়মাত্র, একটা চোর-চোর খেলা।''[২]

লেখকের এই মানসপ্রবণতার জন্যই আমরা উপন্যাসের মধ্যে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করি। উপন্যাসগুলিতে রোমান্সের প্রাধান্য থাকলেও রোমান্স ও বাস্তব জীবনের মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্য লক্ষ্য করি। সেইজন্যই রচনাগুলি অসম্ভব রূপকথা হয়ে ওঠেনি। এ জাতীয় উপন্যাসে ঘটনা-সজ্জার কৌশলে তিনি হাস্যরস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

মনোজ বসু যখন সাহিত্য রচনা করছিলেন তখন বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার লক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু মনোজ বসু উপন্যাসের গঠনে বা প্রকাশভঙ্গিতে কোন আধুনিকতার প্রকাশ করেননি। তবে তাঁর চিন্তায় আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। রাজনৈতিক চেতনার রচনায় লেখকের আধুনিক মনোভঙ্গির অনাবিল প্রকাশ ঘটেছে। বক্তব্যমূলক উপন্যাসগুলির জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জীবনের চলার পথে লেখক যা দেখেছেন, শুনেছেন সেইসব বাস্তব ঘটনাকে নিয়েই বেশির ভাগ সাহিত্য রচনা করেছেন। যখনই কল্পনার ওপর নির্ভর করতে গেছেন তখনই রচনা অনেকটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। লেখক মনোজ বসুর অনেক উপন্যাসই গল্পের ছলে লেখা। লেখক তাঁর উপন্যাসে একটি চরিত্রের পরিবর্তে বহু মানুষের খণ্ড-খণ্ড জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে মনোজ বসু তাই গৌরবময় স্থানের অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

কল্লোল যুগে সাহিত্যচর্চা শুরু করেও লেখক মনোজ বসু নিজস্ব চিন্তা, চেতনা ও বিশ্বাসে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব সাহিত্যভুবন। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সময়বৃত্তে থেকেও মনোজ বসুর সাহিত্যের বীক্ষাভূমি কতো আলাদা। লেখকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের সূচক। সময়কালীন জীবন এবং বাদা অঞ্চলের মানুষের কথা এতটা স্পষ্ট ও জীবন্ত ভাবে ফুটে ওঠেনি আর কোনো শিল্পীর হাতে। মনোজ বসুর শিল্পী সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পেছনে অবশ্যই সময়ের অভিঘাত ছিল, ছিল বাস্তব সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল মনোজ বসুর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পসৃষ্টির রেখাচিত্র নির্মাণ। এই দীর্ঘ গবেষণা পত্রে আমরা মনোজ বসুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের তথ্য, সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সাহিত্যকর্মকে পাশাপাশি রেখে উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক আলোচনা করেছি। এই কাজের ফলে উত্তরকালের মনোজ বসুর জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী গবেষক ও পাঠক উপকৃত হবেন বলে ভরসা।

তথ্যসূত্র

১. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ. ৬৪২

২. তদেব